WBMIFMP প্রকল্প বিষয়ক
পরিবেশ ও সামাজিক প্রভাব সংক্রান্ত বিশ্লেষণের
কার্যকরী সারাংশঃ

১. সূচনাঃ

দূর্গাপুর জলাধারের নিচের দিকে অবস্থিত দামোদোর ভ্যালি কর্পোরেশন এর অধিনত মোট ৪১টি সেচ প্লাবিত ব্লক ৫টি রাজ্য বাঁকুড়া, পূর্ব বর্ধমান পশ্চিম বর্ধ্মান হুগলী ও হাওড়াতে বিস্তৃত রয়েছে। এই অঞ্চলে মোট ২৭৩৪ কিলোমিটার লম্বা সেচ খাল আছে। এই সমস্ত সেচ খাল গুলির পরিকল্পিত সেচ এলাকা ৩,৯৩,৮০০ হেক্টরের মধ্যে কেবলমাত্র ৩,৩২,০০ হেক্টর কৃষিজমি খারিফের সময় জলসেচ পায়। পূর্বে নির্ধারিত কেবলমাত্র ২০,০০০ হেক্টর কৃষিজমিতে রবি ফসলের সময় সেচ দেওয়া যায়। গ্রীষ্মকালে অন্যান্য অত্যাবস্মিক চাহিদা মেটানোর পর উৎপন্ন সমস্ত রকম উৎস থেকে রবি ও বোরোর সময় গড়ে মোটামুটি মোট ১,০০,০০০ হেক্টর জমিতে সেচ দেওয়া হয়। খাল ছাড়া সেচের মুখ্য দুই উৎস হল কূয়ো ও পুকুর।

প্রায় ছয় দশকের ও আগে গড়া দামোদোর ভ্যালি কর্পোরেশনের অধিনস্ত সেচ ব্যবহার বেশিরভাগ টাই ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে পড়েছে। প্রায় পলি জমে ও বাঁধের গায়ের গর্ত থেকে জল চুঁইয়ে পড়ার ফলে সেচ খালের নাব্যতা ও জলধারণ ক্ষমতা অনেকটাই কমে গিয়েছে। এরফলে বিশেষত খালের শেষের দিকে সেচের জল একদমই পাওয়া যায়না। খাল থেকে উপযুক্ত সেচের অভাবে চাষী এখন বেশি করে ভূগর্বস্থ জলের সাহায্যে মূলত রবি ও বোরো চাষ করছে। দূর্গাপুর জলাধারে পর্যাপ্ত জল থাকা স্বত্তেও পরিকল্পিত সেচ এলাকা ও বর্তমানে প্রকৃত সেচ এলাকার মধ্যের ব্যাবধান প্রতিনিয়ত বেড়ে চলেছে। এই ব্যাবস্থার মোকাবিলা করার জন্য সেচ খালের খনন, সেচ পরিকাঠামোর পুনরুন্নয়ন এবং বিজ্ঞাণ সম্মত আধুনিক পদ্ধতির উপস্থাপন করে ইহার সু পরিচালনা ও নিয়মিত পর্যোনাবেক্ষন একান্ত জরুরি হয়ে উঠেছে।

সুন্ডে রবিও আমতা নদীর আশেপাশে নদীর উপকূলবর্তী এলাকাগুলো ঐতিহাসিকভাবে বন্যা প্রকোপিত মূলত দুইটি (২) মিউনিসিপ্যালিটি ও কুড়ি (২০) টি ব্লকের অধিনস্থ মোট ১৮৮৭ বর্গ কিলমিটার এলাকা বন্যা প্রকোপিত। এই বিস্তৃত এলাকায় প্রায় প্রতি বছর ৪.৬১ লক্ষ্য মানুষ এবং ৩৩৫ বর্গ কিলমিটার চাষের জমি নিম্ম দামোদার অববাহিকায় বন্যার ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

সেচ ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সেচ ও জলপথ দপ্তর বিশ্বব্যাঙ্কের আর্থিক সহায়তায় “পশ্চিমবঙ্গ মেজর ইরিগেসন এবং বন্যা নিয়ন্ত্রণ প্রকল্প (ডাব্লু বি এম আই এফ এম পি) নামের এক প্রকল্পের উপস্থাপনা করতে চলেছে।

ডাব্লু বি এম আই এফ এম পি নামক প্রকল্পের বাস্তাবায়নের ফলে পরিবেশ ও সামাজিক প্রভাব খতিয়ে দেখার জন্য পরিবেশ ও সামাজিক ভার প্রভাব পর্যালোচনা (ই এস আই এ) নামক বিশেষ স্টাডি ? করা হয়েছে। প্রত্যেক প্রতিকূল প্রভাব নিয়ন্ত্রণ করার জন্য ক্ষেত্র বিশেষ ম্যানেজমেন্ট প্লান তৈরি করা হয়েছে। এছাড়াও কিটনাশক নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনা, আদিবাসী প্লান ও ক্ষতিগ্রস্থ মানুষের জন্য পুনঃর্বাসন (আর এ পি) পরিকল্পনা তৈরি করা হয়েছে।
একটি সুনির্দিষ্ট ভিত্তিক পুনঃর্বাসন পরিকল্পনাও প্রস্তুত করা হয়েছে।

২. প্রকল্পের বিবরণঃ

দামোদোর ভ্যালি কর্পোরেশনের অন্তর্গত সমস্ত সেচ ব্যবস্থার পুনঃরুজ্জিবন ও নিম্ন দামোদোর এলাকার বন্যা নিয়ন্ত্রণ করাই এই প্রকল্পের মূখ্য উদ্দেশ্য। প্রকল্পটি পাঁচ (৫) বছরের মধ্যে ৩১টি সেচ সেবিত ১০টি একাধারে সেচসেচিত এবং বন্যা কবলিত এবং ১০টি সেচ সেবিত নয় এমন ব্লকের বাস্তবায়িত করা হবে। প্রকল্পটির ফলে চাষের উন্নতি হবে ও নিম্ন দামোদোর উপকূলবর্তী বন্যার প্রকোপ কমবে। এই প্রকল্পের মোট চারটি উপাদান আছে।

উপাদান ১. সেচের পরিকল্পনা - এই উপাদানে ডি-ভি-সি এর অন্তর্গত সমস্ত সেচ ব্যাবস্থার উন্নতি করা হবে। এর চারটি সহ উপাদান হল ক) পরিচালন ব্যাবস্থা উপস্থাপনা ও তার পর্যবেক্ষন। খ) পরিচালন ব্যাবস্থা সুনর্গত মান উন্নয়ন। গ) ভূগর্বস্থ জলাধারের পর্যাবেক্ষন। ঘ) প্রশিক্ষন।

উপাদান ২. সেচ পরিকাঠামোর আধুনিকিকরণ- এই উপাদানের মাধ্যমে বড় ছোট সমস্ত রকম খালে সেচ পরিকাঠামোর আধুনিকিকরণ করা হবে। এর দুটি (২) সহউপাদান হলো - ক) বড় ও মাঝারি খালের আধুনিকিকরণ। খ) ডিস্ট্রিবিউট ও ছোট খালের সেচ পরিকাঠামোর আধুনিকিকরণ।

উপাদান ৩. বন্যা নিয়ন্ত্রণ ব্যাবস্থা - এই উপাদানের মাধ্যমে নদী ও খালের খনন ও পুনঃসংকরণ করা হবে। বন্যা নিয়ন্ত্রণ স্লুইস গেটের আধুনিকিকরণ, কিছু জায়গায় কংক্রিটের বাঁধ গঠণ, বাঁধের সংস্করণ ও মজবুতিকরণ, বাঁধের উপর কংক্রিটের রাস্তা গঠণ করা হবে এই উপাদানের মাধ্যমে। জলাধারগুলিতে জলধারণ ও পরিকল্পনা উন্নত করার জন্য পূর্বাভাস ও বিশ্লেষণ করার পরিকাঠামো উন্নয়ন করা হবে।

উপাদান ৪. প্রকল্পের পরিচালনা ও বাস্তবায়ন - প্রকল্পবাস্তবায়নের জন্য সেচ ও জলপথ উন্নয়ন দপ্তরের অধীনে প্রকল্প পরিচালনা দপ্তর (এস-পি-এম-ইউ), পর্যালোচনা দপ্তর (এম-ও-আই) এর গঠণ ও বিভিন্ন উপদেষ্টা ও কারিগরী নিয়োগ করা হবে।

এই প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য মোট ৪১৩ মিলিয়ন আমেরিকান ডলার খরচা হবে, যার মধ্যে বিশ্বব্যাঙ্ক ১৪৫ ও পরিকাঠামো উন্নয়ন ব্যাঙ্ক ১৪৫ মিলিয়ন আমেরিকান ডলার ঋণ দেবে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার বাকী ১২৩ মিলিয়ন আমেরিকা ডলার ব্যায়ভার বহন করবে।

৩. আইনী নিয়ন্ত্রক মান্যতা, যা বিভিন্ন পরিবেশ এবং সামাজিক সুরক্ষারিত আইনের এবং রূপরেখার অন্তর্গত, সেগুলি চিহ্নিত করা হয়েছে। নিম্ন লিখিত মান্যতাগুলির অন্তর্গত -

প্রকল্প বিষয়ক বিভিন্ন আইনের জন্য ছারপত্র / পারমিট প্রয়োজন। ঠিকাদার সমেত প্রকল্প রুপায়নের সঙ্গে যুক্ত সকল পক্ষকে প্রয়োজনীয় রাজ্য এবং কেন্দ্র সরকারী আইন মেনে চলতে হবে। যেমন, গাছ কাটার জন্য বনদপ্তরের ছারপত্র, হটসিক্স / ব্যাচিং প্লান্টের জন্য পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রন পর্ষদের ছাড়পত্র । শ্রমিক আবাস এবং অস্থায়ীভাবে রাখা আবর্জনা ফেলার স্থান নির্বাচনের জন্য স্থানীয় সরকারী দপ্তর এবং এস.পি.এম.ইউ ছাড়পত্র লাগবে।

এছাড়াও বিশ্বব্যাঙ্কের প্রয়োজনীয় পরিবেশ ও সামাজিক সুরক্ষা বিধি গুলিও প্রযোজ্য হবে। যেমন -

১. ও.পি - ৪.০১ (পরিবেশ সমীক্ষা)
২. ও.পি - ৪.০৪ (বাস্তুতন্ত্র)
৩. ও.পি - ৪.০৯ (কীটপতঙ্গ পরিকল্পনা)
৪. ও.পি - ৪.১০ (জনজাতী)
৫. ও.পি - ৪.১১ (সংস্কৃতিক সম্পত্তি)
৬. ও.পি - ৪.১২ (পুনর্বাসন)
৭. ও.পি - ৪.১৭ (বাঁধ সুরক্ষা)

প্রকল্প ক্ষেত্রে আদিবাসী জনজাতীর বসবাস করেন। সেইজন্য ও.পি ৪.১০ (জনজাতী বিষয়ক) প্রযোজ্য। দামোদোর বাস পার্শ্বের বাঁধ, আপার রামপুর, হুরহুরা খাল এবং দামোদোর ডান পার্শ্বের ছোট বাঁধের প্রচুর সংক্ষক অবৈধভাবে বসবাসকারী আছে, সেখানে ও.পি ৪.১২ প্রযোজ্য। সাংস্কৃতিক সম্পত্তির জন্য ও.পি ৪.১২ প্রযোজ্য। অবৈধভাবে বসবাসকারীদের জন্য প্রকল্পভিত্তিক পুর্নবাসন পরিকল্পনা আর.এ.পি প্রস্তুত করা হয়েছে।

৪. পরিবেশ ও সামাজিক নির্ধারক -

পরিকল্পিত এলাকা ঘুরে, এলাকার লোকজন ও সরকারী ও বেসরকারী দপ্তরের সাথে আলোচনা করে পরিবেশ ও সামাজিক নির্ধারক তিনটি ভিত্তির উপর নির্ভরশীল ১) প্রাকৃতিক ২) জীবতত্ত্বিক ৩) সামাজিক পরিবেশ বর্তমান আর্থিক সামাজিক ও পরিবেশগত অবস্থা খতিয়ে দেখা হয়েছে। পরিকল্পিত এলাকার ৫০০ মিটার, ৩ কিলোমিটার ও ১০ কিলোমিটার গন্ডীর ভিতরে অবস্থিত বিভিন্ন রকম পরিবেশ ও সামাজিক বৈশিষ্ট বিশেষভাবে খতিয়ে দেখা হয়েছে। ১০০ মিটার গন্ডীর ভিতর অবস্থিত সমস্ত স্কুল, হসপিটাল, পার্কে সংবেদনশীল এলাকা হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এলাকার বায়ুর বন্যা দেওয়াল আর শব্দ পাইল এর জন্য ৫ মিটার ব্যাসার্ধ বিবেচিত হয়েছে। ভূ-পৃষ্ঠ জল তথা নদীর জল, ভূগর্ভস্থ জল, নদী খালের জমে থাকা পলি সংগ্রহ করে ল্যাবরটিতে বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনা করে দেখা হয়েছে। জীবজন্তু ও গাছপালা সংক্রান্ত তথ্য প্রানীসম্পদ দপ্তর ও প্রকল্প এলাকা থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। কৃষিখেতে ভূগর্ভস্থ জলের বর্তমান ব্যাবহার, ড্রিপ ও স্প্রিংলার এর ব্যাবহার, সার ও কীটনাশকের ব্যাবহার ও যথেষ্টভাবে খতিয়ে দেখা হয়েছে। অবস্থিত গাছের সংখ্যাও খতিয়ে দেখা হয়েছে।

বর্তমান অর্থ সামাজিক ও পরিবেশগত অবস্থা খতিয়ে দেখার জন্য ৫টি জেলার ২৬টি ব্লক থেকে মোট ৭০৩টি ঘরে সার্ভে করা হয়েছে।

টেবিল ব্লক অনুযায়ী সার্ভে ঘর সংখ্যার বিবরণ

ক্রমিক নং	জেলা	ব্লক	মিউনিসিপালিটি	সার্ভে ঘর সংখ্যা
	বাঁকুড়া	২		৫৭
	পূর্ব বর্ধমান	৮		১৮৮
	পশ্চিম বর্ধমান	১		৩০
	হাওড়া	৪	১	১৯৭
	হুগলী	৭	১	২৩১
	মোট	২৬	২	৭০৩

প্রত্যেক ব্লক থেকে অনকিক দুটি গ্রাম বেছে নেওয়া হয়েছে সার্ভের জন্য। নদীখাল উপকূলবর্তি গ্রাম গুলোকেই মূলত প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। প্রত্যেক গ্রাম থেকে ১৪টি করে ঘর ও ব্লক থেকে ২৮টি ব্লক নেওয়া হয়েছে। এছাড়াও প্রতি গ্রাম থেকে কমপক্ষে একটি করে সমবায় গোষ্ঠীর সাথে আলোচনা করা হয়েছে।

প্রজেক্ট জেলাগুলির মধ্যে হাওড়ার জনঘনত্ব সর্বাধিক ও বাঁকুড়ায় সর্বনিম্ন পুরুষ মহিলার অনুপাত হুগলীতে সর্বাধিক এবং জনসংখ্যার বৃদ্ধির হার হুগলীতে সর্বনিম্ন ৯.৫% ও হাওড়াতে সর্বাধিক ১৩.৫% প্রকল্প প্রজাতির জেলাগুলিতে এ.এস.সি জনসংখ্যার হার ৩১.২% যাহা পশ্চিমবঙ্গের ৩২.৩৫% তুলনায় কিছুটা কম। বাঁকুড়াতে আদিবাসী জনসংখ্যা সর্বাধিক ১১%, বর্ধমানে ৭%, হুগলীতে ৪% এবং হাওড়ায় < ১%। এই পাঁচটি জেলার শিক্ষার হার ৭৮.৭% যাহা পশ্চিমবঙ্গ (৭১.৩%) ও সর্বভারতের (৭৩%) তুলনায় বেশী। মহিলা ও পুরুষের মধ্যে শিক্ষার ব্যাবধান সর্বাধিক বাঁকুড়াতে লক্ষ্য করা হয়েছে। প্রকল্প প্রভাবিত জেলাগুলিতে পুরুষ শ্রমিক ৫১% এবং মহিলা ৪৯%। গড়ে প্রত্যেক চাষী পরিবারের কাছে ৭৭ কাঠা / ৭.২৮ একর জমি আছে। আবৈধ বসবাসকারী / অবৈধ নির্মাণ এর জন্য অর্থ সামাজিক বিশ্লেষণ করে সুমাবীর মাধ্যমে পুনর্বাসন পরিকল্পনা করা হবে।

প্রজেক্ট এলাকার পরিবেশ ও সামাজিকগত মুখ্য বৈশিষ্ট -

খরিফের ক্ষেত্রে গত পাঁচ (৫) বছরে ভূপৃষ্ঠ সেচের জলের পরিমানের কোনো পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়নি। কিন্তু গত পাঁচ (৫) ভূপৃষ্ঠ সেচের পরিমান রবির সময় ৩৫.৭% এবং বোরোর সময় ৪১.৫% কমিয়ে দিয়েছে। রবি ও বোরোর সময় ভূগর্ভস্থ জলের ব্যাবহার তুলনামূলক ভাবে বেড়ে গিয়েছে।

- প্রজেক্ট জেলাতে কেবলমাত্র ১১.৪% চাষী মাঝে মধ্যে ড্রিপ এবং ৩% চাষী মাঝে মধ্যে স্প্রিংকলার মাধ্যমে সেচ দিয়ে থাকে।
- কীটনাশক ব্যাবহার সর্বোচ্চ সীমায় পৌঁছেছে এবং ডব্লু-এইছ-ও নির্ধারিত Ia, Ib এবং II ক্লাসের কীটনাশকের ব্যাবস্থা লক্ষ্য করা হয়েছে।
- দামোদোর নদী ও অন্যান্য খাল থেকে সংগৃহিত জলের সমস্ত নমূনা পেয় জলের জন্য নির্ধারিত সীমার মধ্যে আছে।
- পলি ও বালি জমে জমে উঁচু চড়ার কারণে মুন্ডেস্বরী নদী প্রায় সারাবছর শুকনো হয়ে থাকে। মাঝে মাঝে কিছু নির্দিষ্ট অংশে অগভীর জনাস্থর লক্ষ্য করা যায়।
- মুন্ডেশ্বরী নদী ও অন্যান্য খালের পলি মাটিতে সমস্ত হেভিমেটালের ঘনত্ব ইউ-এস-ই-পি-এ (US-EPA) নির্ধারিত প্রবাবেল এফেক্ট লেবেল (পি-ই-এল) নিচে পাওয়া গিয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ রিভার রিসার্চ ইনস্টিটিউট এই পলি / বালি মাটি এ বাঁধ ও রাস্তা গঠণ ও মেরামতের কাজে ব্যাবহারের জন্য সম্মতি দিয়েছে।
- প্রজেক্ট এলাকাতে উদ-বিড়াল, নেউল, ভোঁদর, কচ্ছপ, বন্য বিড়াল, শৃগাল, গোসাপ এর মত অবলুপ্ত প্রানী পাওয়া যায়। কিছু অবলুপ্ত মাছের প্রজাতিও দামোদোর নদীতে পাওয়া যায়।
- প্রজেক্ট এলাকার মধ্যে কোনো জঙ্গল নের যদিও এই পাঁচ জেলায় জঙ্গল আছে, রামনাবাগান বন্য সংরক্ষণ এলাকা ডি.ভি.সি খাল থেকে প্রায় ২.৫ কিলোমিটার দূরে এবং দামোদোর নদী থেকে প্রায় ৩.৭ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত।

৬. পরিবেশ ও সামাজিক প্রভাবঃ

পরিবেশ ও সামাজিক প্রভাবের উপর ভিত্তি করে ডব্লু-বি-এম-আই-এফ-এম-পি প্রকল্পের কার্যকলাপ গুলিকে মোট তিন প্রকার শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়েছে।

- শ্রেণী - ১ (বেশি প্রভাব) - মুন্ডেশ্বরী ও অন্যান্য ৪১টি খালের খনন
- শ্রেণী - ২ (মধ্যম প্রভাব) - সেচ পরিকাঠামোর আধুনিকিকরণ, নদী ও খাল খনন ব্যতিত বন্যা নিয়ন্ত্রণ এর অন্তর্গত অন্যান্য সমস্ত কার্যকলাপ, কৃষি পরিকাঠামো গঠণ, শষ্য বৈচিত্রীকরণ, জালের ঘেরাটপের মধ্যে নদী খালের মাছ চাষ।
- শ্রেণী - ৩ (নিম্ন প্রভাব) - সেচ পরিচালন ব্যাবস্থার উপস্থাপনা ও তার পর্যাবেক্ষন, সেচ পরিচালন ব্যাবস্থার গুনগত মান উন্নয়ন, ভূগর্ভস্থ জলাধারের পর্যাবেক্ষন, প্রশিক্ষণ।

পরিবেশগত মূখ্য কুপ্রভাব গুলি হল -

➢ সিভিল কনস্ট্রাকশন এর সময় বায়ু ও শব্দ দূষণ, এলাকার লোক ও শ্রমিকদের স্বাস্থ্যের উপর প্রভাব, কনস্ট্রাকশন কাজের ফলে উৎপন্ন রাবিশ, ইট-বালি, আবর্জনা।

➢ মুন্ডেশ্বরী নদী খননের ফলে উৎপন্ন ১১.৭৫ মিলিয়ন কিউবিক মিটার (এম.পি.এস) পলি / বালি মাটি ও অন্যান্য ৪১টি খাল খননের ফলে উৎপন্ন ৪.৬৪ (এম.সি.এস) পলি / বালি মাটি ও তার পুনঃব্যাবহার।

➢ নদী / খাল বাঁধের উপর অবস্থিত ঘর-বাড়ি, পুরানো ও পরিত্যক্ত সেচ ও বন্যা নিয়ন্ত্রক পরিকাঠামো ভাঙ্গন ও পুনঃনির্মানের ফলে উৎপন্ন ১.৪৮ এম.সি.এম রাবিশ এবং ০.১৪৮ এম.সি.এম ধাতব বর্জ্য পদার্থ।

➢ নদী ও খাল খননের সময় ভূপৃষ্ঠ জলের নোংরা হয়ে যাওয়া।

➢ বাঁধ মজবুতির সময় বাঁধ সংলগ্ন ১১২টি পুকুরের জল ছেঁচা ও পুকুরের মাটি জমা, বাঁধ সংলগ্ন সমস্ত পুকুরের বুল্লা নাইলিং অথবা কংক্রিটের দেওয়াল দেওয়া হবে।

➢ ৫০ সেন্টিমিটারের বেশি পরিধির ৭৮৮টি বটগাছ কাটা, যার মধ্যে ২৬২টি গাছের গুঁড়ি ৮০ সেন্টিমিটার অধিক।

➢ আগাছা, গুলমো ও জলজ আগাছা পরিষ্কার ও তার পুনঃব্যাবহার।

➢ জীব-জন্তু বিশেষত অবলুপ্ত প্রায় জীব-জন্তুর যেমন মেছো বিড়াল উপর প্রভাব।

➢ সেচ ব্যাবস্থার উন্নতি ও অধিক চাষের ফলে কৃষি ক্ষেত্রে কীটনাশক ও সারের ব্যাবহার বেড়ে যাওয়া।

সামাজিকগত মূখ্য কু-প্রভাবগুলি হল-

➢ নদী বা খাল বাঁধে অবস্থিত ২৬৩৭টি ঘর বাড়ির পুনোরাখাপণ এর ফলে ২২৫৩টি পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হবে। এই সমস্ত ঘর বাড়ির ভিতরে বসত-বাড়ি, দোকান, ঘরের চারিদিকের বাউন্ডারি, শৌচাগার, গোয়ালঘর, সেড ও বেদি হয়েছে। এর মধ্যে ১০৭৬টি বসত-বাড়ি, ৭৭৩টি ব্যাবসায়ী স্থল এবং বাকি গুলো সামুদায়িক ভবন।

➢ ৩৯৬টি ইলেকট্রিক পোল, ১১২টি পুকুর, ৪৬টি বেদি, ৩১টি মন্দির, ১৯টি ক্লাব, ১২টি টিউবওয়েল, ৯টি পাম্প হাউস, ৯টি ইলেকট্রিক ট্রান্সফরমার, ৬টি ব্রীজ, ৪টি রাজনৈতিক পার্টি অফিস, ৪টি বাস স্ট্যান্ড, ৩টি শ্মশাণঘাট, ২টি স্কুল, ১টি অঙ্গন বাড়ি এবং ১টি লাইটপোষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

➢ প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে ১৯টি আদিবাসী ঘর ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

৬. পরিবেশ ও সামাজিক ম্যানেজমেন্ট পরিকল্পনা অনুমোদিত / নিষিদ্ধ কার্য -

নিম্নলিখিত কার্যকলাপ গুলো ডব্লু-বি-এস-আই-এফ-এম-পি প্রকল্পের অধীনে নিষিদ্ধ বলে ঘোষণা করা হয়েছে।

- পরিবেশগত সংবেদনশীল এলাকা বলে ঘোষিত কোনো এলাকার মধ্যে কোনো রকম কার্যকলাপ।
- ঘোষিত জঙ্গল এলাকা, সংরক্ষিত এলাকা অথবা জলাভূমিতে এমন কোনো রকম কার্যকলাপ যার ফলে ইহার প্রাকৃতিক পরিবর্তন হতে পারে।
- এমন কোনো কার্যকলাপ যেটা ভারত সরকার দ্বারা নিষিদ্ধ অথবা ডব্লু-এইচ-ও ঘোষিত Ia, Ib এবং II শ্রেণীর কীটনাশক ব্যাবহার বা উদ্বুদ্ধ করে।
- পুরাতাত্ত্বিক স্থাপত্য অথবা স্থান থেকে ১০০ মিটার গন্ডির ভিতরে কোন রকম কনস্ট্রাকশন কার্যকলাপ.
- সেচ পাইল এবং ছাদে অগসবেষ্টম যুক্ত সামগ্রির ব্যবহার ,
- এমন কোন কার্য যেটার দ্বারা ভারত সরকার তথা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কোন আইন বিঘ্নিত হয়,

- সেচের জন্য কোন নতুন জলাধার এর গঠন,
- কোন নতুন খাল অথবা অফ টেক এর পরিকাঠামো গঠন,
- স্থায়ীভাবে কোন ব্যক্তির জমি অধিগ্রহণ

ই এস এম পিঃ-

এস পি এম ইউ / ডব্লিউ বি এম আই এফ এম পি - এক পেশাদার ও দক্ষ উপদেষ্টা সংস্থার সহযোগিতায় পরিবেশ ও সামাজিক ম্যানেজমেন্ট প্ল্যান (ই এস এম পি) এই ই এস এম পি - তে প্রকল্পের উপাদান ভিত্তিক ই এস এম পি, নদী / খাল থেকে উৎপন্ন পলি / বালির পুনঃ ব্যবহারের জন্য ডিসপোজাল পরিকল্পনা, শ্রমিক আবাসন ম্যানেজমেন্ট

- পুরাতাত্ত্বিক স্থাপত্য অথবা স্থান থেকে ১০০ মিটার গন্ডির ভিতরে কোন রকম কনস্ট্রাকশন কার্যকলাপ,
- সেচ পাইল এবং ছাদে অগসবেষ্টম যুক্ত সামগ্রির ব্যবহার,
- এমন কোন কার্য যেটার দ্বারা ভারত সরকার তথা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কোন আইন বিঘ্নিত হয়,
- সেচের জন্য কোন নতুন জলাধার এর গঠন,
- কোন নতুন খাল অথবা অফ টেক এর পরিকাঠামো গঠন,
- স্থায়ীভাবে কোন ব্যক্তির জমি অধিগ্রহণ

ই এস এম পিঃ-

এস পি এম ইউ / ডব্লিউ বি এম আই এফ এম পি - এক পেশাদার ও দক্ষ উপদেষ্টা সংস্থার সহযোগিতায় পরিবেশ ও সামাজিক ম্যানেজমেন্ট প্ল্যান (ই এস এম পি) এই ই এস এম পি - তে প্রকল্পের উপাদান ভিত্তিক ই এস এম পি, নদী / খাল থেকে উৎপন্ন পলি / বালির পুনঃ ব্যবহারের জন্য ডিসপোজাল প্লান , শ্রমিক আবাসন ম্যানেজমেন্ট প্ল্যান; কনস্ট্রাকশন কাজের জন্য পরিকল্পনাও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

প্যাকেজ ভিত্তিক ই এস এম পিঃ-

প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট কনসালটেন্ট (পি এস সি) এর সহযোগিতায় জেলা প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট ইউনিট প্রজেক্ট প্যাকেজ ভিত্তিক ই এস এম পি তৈরি করবে।

কনট্রাকটর ভিত্তিক ই এস এম পিঃ-

কার্য সহ অনুমোদন গ্রহণ সংক্রান্ত কনট্রাকটর দ্বারা জমা দেওয়া চিঠির দিন থেকে ১৪ দিনের ভেতরে, প্রত্যেক কনট্রাকটর পি এম সি বিভাগের অন্তর্ভুক্ত পরিবেশ এবং সামাজিক সেভগার্ড সংক্রান্ত উপদেষ্টার সহায়তায় কনট্রাকটর ভিত্তিক ই এস এম পি তৈরি করবে। ই এস এম পি -তে প্রত্যেক ক্ষতিকারক প্রভাব এর জন্য সুনির্দিষ্ট নিবারণ পরিকল্পনা দিতে হবে। সুনির্দিষ্ট ওয়েব ম্যানেজমেন্ট প্ল্যান, শ্রমিক আবাসন ম্যানেজমেন্ট প্লান্ট, কনস্ট্রাকশন কাজের জন্য ম্যানেজমেন্ট প্ল্যান উপযুক্ত স্থান, সময়, পরিমাণ সহযোগে অবশ্যয় কনট্রাকটর ভিত্তিক ই এস এম পি তে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

কীটনাশক ব্যবহার ও নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত পরিকল্পনাঃ-

সার ও কীটনাশক ব্যবহার সংক্রান্ত এটি একটি যুগ্ম প্ল্যান, এই প্ল্যানে সার ও কীটনাশক ব্যবহারের নিয়ম, সংক্রান্ত ট্রেনিং, পর্যবেক্ষণ প্ল্যান, সংযুক্ত দপ্তর ও তাদের ভুমিকার উল্লেখ আছে।

আদিবাসী পরিকল্পনাঃ-

ক্ষতিগ্রস্ত বা প্রভাবিত আদিবাসীদের সাথে আলোচনার মাধ্যমে ও তাদের অর্থ-সামাজিক পর্যালোচনার মাধ্যমে এই প্ল্যান তৈরি করা হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত আদিবাসী পরিবার কিভাবে সমতুল্য সামাজিক ও আর্থিক সহায়তা পেতে পারে এবং তাদের ওপর ক্ষতিকারক প্রভাব কিভাবে কম অথবা নির্মূল করা যায় অথবা ক্ষতিপূরণ দেওয়া যায় তার বিবরণ এই প্লানে স্ববিস্তারে বর্ণনা করা হয়েছে।

পুনঃর্বাসন সংক্রান্ত পরিকল্পনা (আর এ পি)ঃ-

প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে অর্থ সামাজিক ক্ষতিকারক প্রভাব ছাড়াও উপভোক্তা নির্ণয়ক দিন (কাট অফ ডেট) প্রতিকূল ব্যবস্থা, সংযুক্ত দপ্তর ও তাদের ভূমিকা এবং বাজেট স্ববিস্তারে বর্ণনা করা হয়েছে। আর এ পি এর জন্য একটি সম্পূর্ণ আলাদা রিপোর্ট তৈরি করা হয়েছে।

৭) পরিবেশ এবং সামাজিক নজরদারি পরিকল্পনা পর্যবেক্ষণ পদ্ধতিঃ-

ই-এস-এম- পি বাস্তবায়নের পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন মূলত দুই স্তরের করা হবে ,

ক) সম্পূর্ণ প্রকল্পের ই এস এম পি পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়নঃ

প্যাকেজ ও কনট্রাকটর ভিত্তিক ই এস এম পি এর উপস্থিতি ও বাস্তবায়ন প্রণালী, পর্যালোচনা পদ্ধতি, ট্রেনিং এবং সংযুক্ত বিভাগ ও তাদের ভূমিকায় নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করা হবে। প্রকল্প বাস্তবায়নের সময় পরিবেশ ও সামাজিক সংক্রান্ত আইনগত দিকের যথাযথ মান্যতা পর্যবেক্ষণ

করা হবে। নিরপেক্ষ তৃতীয় এম এবং এ সংস্থার মাধ্যমে পরিবেশ ও সামাজিক প্রতিরোধক ব্যবস্থার দু -দুবার মূল্যায়ন করা হবে। একবার প্রকল্পের মাঝামাঝি ও আর একবার শেষের সময়।

খ) প্রতিরোধ ব্যবস্থা ও পরিবেশর গুণগতমানের মূল্যায়নঃ

প্রকল্পের প্রত্যেক কার্যকলাপের সাথে যুক্ত সুনির্দিষ্ট প্রতিরোধ ব্যবস্থার বাস্তবায়ন ও পরিবেশ গুণগত মানের মূল্যায়ন নিয়মিতভাবে করা হবে। পরিবেশের গুণগত মান নির্ধারণের জন্য সুনির্দি ষ্ট জায়গা নির্ধারিত করা হয়েছে। পরিবেশ ও সামাজিক গত নিম্নোক্ত উপাদানগুলি নিয়মিত পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন করা হবেঃ -

পরিবেশ সংক্রান্ত উপাদানঃ-

ভূ-পৃষ্ঠে ও ভূ-গর্ভস্থ জলে, পারিপার্শ্বিক বায়ু, সংবেদনশীল এলাকার শব্দের মাত্রা, মাটি, পলি, গাছ রোপন ও তার জিবিতের হার, শ্রমিক আবাসন এর ম্যানেজমেন্ট, আবর্জনা আগাছা বজ্র এর উৎপাদন, সংরক্ষণ ও পুনর্ব্যবহার কীটনাশক ব্যবহার ও তার নিয়ন্ত্রণ প্রণালী, ক্ষতিগ্রস্ত রাস্তা বাস বা স্থলের পুনঃরুস্থাপ্ন।

সামাজিক উৎপাদনঃ-

ক্ষতিপূরণ ও পুনঃরুস্থাপ্ন, ক্ষতিগ্রস্ত লোক বা পরিবারের আর্থিক উপার্জন, কর্মস্থলের সুরক্ষা ব্যবস্থা, পুরুষ ও নারী শ্রমিকের অনুপাত, এইচ.আই.ভি অথবা এ আই ডি এস (HIV / AIDS) সংক্রান্ত সচেতনতা প্রোগ্রাম।

৮) অংশীদারদের সঙ্গে আলোচনাঃ

পরিবেশ ও সামাজিক পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন করে ই এস এম পি তৈরি করার জন্য সমস্ত স্তরের মানুষ ও বিভাগের সাথে গভীরভাবে আলোচনা করা এক অন্যান্য উপাদান। প্রকল্প সংক্রান্ত তত্ত্ব স্ববিস্তারে সকলের সাথে আলোচনা করা হয়েছিল এবং প্রত্যেকের মতামত নথিভুক্ত করা হয়েছিল।

প্রত্যেক জেলার কিছু সংখ্যক কৃষক, ব্যবসায়ী, সেচ-কৃষি ও মাছ চাষের সাথে যুক্ত সামাজিক সংগঠন, জেলা ও ব্লক স্তরের সরকারি দপ্তর, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, এন জি ও, ও অন্যান্য প্রত্যেক সংস্থার সাথে আলোচনা করা হয়েছিল এই সকল আলোচনা মূলত মার্চ - সেপ্টেম্বর ২০১৮ মধ্যে করা হয়েছিল। সর্বমোট ২২টি আলোচনা সভা করা হয়েছে দামোদোর আপার রামপুর, হুরহুরা, মুন্ডেশ্বরী এর উপরে বসবাসকারী অবৈধ জনগনের সাথে। আলোচনা মুখ্যত হয়েছে পরিকল্পনা, প্রশিক্ষন এবং অনুমিত প্রভাবের বিষয়ে।

প্রকল্পের উপাদান ভিত্তিক কার্যকলাপ নির্ধারণের পথে প্রত্যেক জেলায় জেলায় একটি করে ওয়ার্কসপ আয়োজন করা হয়েছিল। প্রত্যেক কার্যকলাপের জন্য দুই তিন প্রকার পন্থার উপস্থাপনা করে প্রত্যেক পন্থার সামাজিক ও পরিবেশগত প্রভাব স্ববিস্তারে খতিয়ে দেয়ে সর্বোপোযুক্ত পন্থা বেছে নেওয়া হয়েছিল। যাইহোক , এলাকার লোকজন পরিবেশ ও সামাজিক প্রভাবের থেকেও প্রকল্পের কার্যকলাপ নিয়ে বেশ উদগ্রিব ছিল। পারিপার্শ্বিক এলাকার লোকেরা আলোচনার মুখ্য ছিল জমি অধিগ্রহণ, বাঁধের উপর অবস্থিত স্থাপত্য, কৃষিজমি ও চাষের ক্ষয়ক্ষতি, কৃষি ক্ষেত্রে কনস্ট্রাকশন মেটেরিয়াল জমা করার ফলে ক্ষতি, বেশিরভাগ জনগন সেচ ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ আধুনিকিকরণের সাথে সাথে ব্যবস্থার রাস্তা , সাথে ব্রিজ নির্মাণ সংক্রান্ত ব্যাপারে বেশি করে উদগ্রীব ছিল।

সমাজের বিভিন্ন স্তর থেকে পরিবেশ সংক্রান্ত নিম্নলিখিত উদ্বেগ গুলি উঠে এসেছেঃ-

- নদী ও খাল খননের ফলে উৎপন্ন পলি / বালি মাটি, বাঁধের ওপর অবস্থিত ঘরবাড়ি ও সেচ ও বন্যা নিয়ন্ত্রক পরিকাঠামোর ভাঙ্গন ও পুনঃনির্মাণের ফলে উৎপন্ন ডেব্রিস এর সাময়িক সংস্করণে জন্য যথোপযুক্ত জায়গা নির্ধারণ।
- পলি / বালির পুনঃব্যবহারের সম্ভাব্য উপায়গুলি নির্ধারণ করা
- কৃষিক্ষেত্রে জল জমার হাত থেকে বাচার উপায়
- প্রয়োজনের অতিরিক্ত গাছ না কাটা ও বৃক্ষ রোপন করা
- ভূ-গর্ভস্থ জলের স্তর নিচে নামা রোধ করা
- শ্রমিক আবাসনে শৌচাগারের সুবিধা সুব্যবস্থা প্রদান করা ও উৎপন্ন আবর্জনা যথোপযুক্ত সংরক্ষণ ও অন্যত্র পরিবহন।
- সমস্ত রকম আইন মোতাবেক কাজ করা
- সর্বমোট বাইশটি আলোচনা সভা করা হয়েছে দামোদর

ই এস আই এ এবং ই এস এম পি রিপোর্ট সমস্ত স্তরের মানুষজনদের সাথে শেয়া র করে তাদের মতামত গ্রহণের জন্য ১৫ ই নভেম্বর ২০১৮ তে রাজ্য স্তরে এক ওয়ার্ক-সপ এর আয়োজন করা হয়েছিল। জনগণের সমস্ত উদ্বেগ ই এস এম পি তে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

৯) সচেতনতা ও দক্ষতা বৃদ্ধি পরিকল্পনাঃ-

এস পি এম ইউ, ডি পি এম ইউ (জেলা স্তর) ডি পি আই ইউ, পি এম সি, কন্ট্রাক্টর এবং অন্যান্য সমস্ত বিভাগ যারা প্রকল্প বাস্তবায়নের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিকভাবে যুক্ত তাদের সমস্ত অফিসার ও স্টাফদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য ট্রেনিং , প্রকাশ করা প্রদর্শনী ব্যবস্থা করা হয়েছে। পরিবেশ স্বাস্থ্যও সুরক্ষা এবং সঠি ক কর্মপ্রণালী সংক্রান্ত পরিকল্পনা ও এই দক্ষতা বৃদ্ধি পরিকল্পনা এর অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

১০) অভিযোগ নিবারণ প্রনালীঃ

প্রকল্প বাস্তবায়িত করার সম্পূর্ণ পাঁচ (৫) বছর ধরে অভিযোগ দায়ের ও মেটানোর প্রণালী কার্যকর থাকবে। মানুষের অভিযোগ সমগ্র ও মেটানোর জন্য নিয়মিত সভার আয়োজন করা হবে। ওয়েবসাইটের মাধ্যমে অভিযোগ দায়ের করা সুবন্দোবস্ত করা হবে। এছাড়াও অভিযোগ গ্রহণ ও মেটানোর জন্য ত্রিস্তরীয় ব্যবস্থা উপস্থাপন করা হবে। প্রাথমিক স্তর হলো প্রজেক্ট সাইট থেকে ডি পি এম ইউ লেভেল পর্যন্ত, দ্বিতীয় স্তর হলো জেলা স্তরের এস পি এম ইউ লেভেল এবং সর্বোচ্চ স্তর হলো আইনের দ্বারস্থ হওয়া।

১১) ই এস এম পি বাস্তবায়নের নিযুক্ত দপ্তরঃ

ই এস এম পি বাস্তবায়নের সমস্ত রকম পরিকল্পনা ও আয়োজন মূলক বাস্তবায়নের এস পি এম ইউ করবে। এস পি এম ইউ এর অধীনে দুটি ডি পি এম ইউ এবং চারটি ডি পি আই ইউ থাকবে যারা প্রকল্পের বাস্তবায়ন করবে। কৃষি, কৃষি বিপণন, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ ও উদ্যান এবং সমস্ত দপ্তর ও প্রকল্পের অন্তর্গত তাদের নিজের নিজের কর্ম উৎপাদন বাস্তাবায়িত করবে। এস পি এম ইউ ও ডি পি এন ইউ এর অধীনে বিভিন্ন প্রকার উপদেষ্টা, দক্ষ কারিগর এবং অন্যান্য অস্থায়ী কর্মচারী নিয়োগ করা হবে। নিযুক্ত সমস্ত দপ্তর এই প্রকল্প বাস্তবায়নের সাথে সাথে প্রস্তাবিত ই এস এম পি এর বাস্তব রূপায়নের প্রযুক্তি প্রস্তুত পর্যবেক্ষণ করবে। নিযুক্ত পি এম সি এর অধীনে এস পি এম ইউ স্তরে একটি পরিবেশ ও একটি সামাজিক তথা জেন্ডার স্পেশালিস্ট এবং ডি এম ইউ স্তরে দুইটি জুনিয়ার পরিবেশ ও দুইটি জুনিয়ার সামাজিক তথা জেন্ডার স্পেশালিস্ট নিয়োগ করা হবে।। এস পি এম ইউ স্তরের করে দুইটি সিনিয়র স্পেশালিস্ট সরাসরিভাবে প্রজেক্ট ডিরেক্টর (পি ডি) এর কাছে রিপোর্ট করবে এবং ডি এম ইউ স্তরের জুনিয়ার স্পেশালিস্ট এ বি ডি এর কাছে এবং এস পি এম ইউ স্তরের সিনিয়র স্পেশালিস্ট এর কাছে রিপোর্ট করবে। এই সমস্ত পরিবেশ ও সামাজিক তথা জেন্ডার স্পেশালিস্ট সমূহ প্রতিনিয়তই ই এস এম পি বাস্তবায়নের পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন এর জন্য এস এম ইউ এবং ডি পি এম ইউ কে সাহায্য করবে।

১১) ই এস এম পি -র বাজেটঃ

ই এস এম পি বাস্তবায়নের সমস্ত খরচা হয় উৎপাদন ভিত্তিক প্রকল্পের খরচা অথবা মোট প্রতিশালানা খরচার মধ্যে ধরা হয়েছে। এস পি এম ইউ এবং ডি পি এম ইউ লেভেল নিযুক্ত স্পেশালিস্ট অথবা উপদেষ্টা নিয়োগ , মধ্য কলিল

ও প্রকল্প শেষের অডিট এর জন্য আলাদা করে খরচা নির্ধারণ করা হয়েছে। ই এস এম পি বাস্তবায়নের জন্য মোট ৭৪,৭৭,৫২,৬৬১ টাকা ধার্য করা হয়েছে।